গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
অগ্নি শাখা-১

দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন সংক্রান্ত ফলাবর্তক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মল্লিক সাঈদ মাহবুব যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ	:	১৫ অক্টোবর ২০২০
সময়	:	সকাল ১০.৩০ মি:
স্থান	:	সভাপতির অফিস কক্ষ।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি জানান, দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলোআপ করার উদ্দেশ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ফলাবর্তক সভা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব, অগ্নি অনুবিভাগ এবং সহকারী সচিব জনাব মোহাম্মদ আলী গত ২৮/৮/২০২০ হতে ০২/৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, জেলা কারাগার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

০২। খুলনা জেলা পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, খুলনা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস কর্তৃক মাসে প্রায় ২,০০০ থেকে ২,৫০০ টি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। বর্তমানে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের প্রায় ৯০% অনলাইনে পূরণকৃত। পরিদর্শনের পূর্বের দিন এনরোলমেন্ট হয় ৬১ টি। ২৭.০৮.২০২০ তারিখ পর্যন্ত এ্যাফিস পেন্ডিং ৫৮২ টি, ডেমো পেন্ডিং ৫৬, রি-ইস্যু পেন্ডিং ১৬০টি ও এসবি পেন্ডিং ৬০০ টি সর্বমোট ১,৩৯৮টি পাসপোর্ট পেন্ডিং রয়েছে। ভিসা পেন্ডিং ৩০টি। ভিসার ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কারণে জরিমানার টাকা ঠিকভাবে আদায় হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে (২৩.০৮.২০২০ হতে ২৭.০৮.২০২০ পর্যন্ত) রাজস্ব আদায় হয় ৯,০৩,৯০০/= (নয় লক্ষ তিন হাজার নয়শত) টাকা। জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) জনসাধারণের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে হেল্প-ডেস্কটি চালু রাখা;
(খ) জনসাধারণের সেবার মান উন্নয়ন করা;
(গ) জনসাধারণ যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট পেতে পারে তার সু-ব্যবস্থা করা;
(ঘ) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সর্বশেষ খাজনা পরিশোধের তারিখসহ স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা;
(ঙ) যে সকল রেজিষ্টার এখনও প্রস্তুত করা হয়নি সে সকল রেজিষ্টার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফরমেট অনুযায়ী প্রস্তুত করা;
(চ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;
(ছ) পাসপোর্ট অফিসে দালালচক্র যাতে সাধারণ সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি করতে না পারে সে দিকে নজর রাখতে হবে।

০৩। খুলনা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায়, স্বাভাবিক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারাগারসমূহে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যাতীত অন্যান্য স্থানে আয়োজিত মাদক বিরোধী সভা, সেমিনার ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হলেও বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির জন্য বন্ধ রয়েছে। সচেতনামূলক কার্যক্রম, মাদক বিরোধী প্রচার কাজের নিমিত্ত কিয়স্ক বিতরণ, অভিযান পরিচালনা করা, নিয়মিত মামলা, মোবাইল কোর্ট মামলা, মসজিদে মসজিদে খুতবার আগে মাদকবিরোধি বয়ান ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খুলনা জেলায় মোট নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা ০৮ টি। সরকারিভাবে ০১ টি, বেসরকারিভাবে ০৭ টি। করোনা ভাইরাসের কারনে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলো বন্ধ রয়েছে। সরকারি নিরাময় কেন্দ্রটি চালু রয়েছে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বর্ণিত নিরাময় কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(খ) মাদকাসক্ত গরিব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অধিদপ্তর কর্তৃক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(গ) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র ফরমেট অনুযায়ী দপ্তরের নাম, এল এ কেইস নম্বর, গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর, খতিয়ান নম্বর, এস এ, সি এস, আর এস, বি এস, সিটি জরিপ, জমির প্রকৃতি, জমির পরিমান, নামজারির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সর্বশেষ খাজনা পরিশোধের তারিখসহ রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা;
(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টারসহ অন্যান্য রেজিষ্টার ফরমেট অনুযায়ী ব্যবহার করা;
(ঙ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা।

০৪। খুলনা জেলা কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায়, জেলা কারাগারটি ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত। কারাগারের বন্দি ধারণ ক্ষমতা ৬৭৮ জন। ০১.০৯.২০২০ তারিখে সর্বমোট বন্দি ছিল ১৪১৯ জন। মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা ২৮০ টি, কর্মরত পদ সংখ্যা ২৪৭ টি। বর্তমানে

ডেপুটি জেল সুপারসহ ৩৩টি পদ শূন্য আছে। অসহায় অসচ্ছল বন্দীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারি কৌশলী নিয়োগের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত সহায়তা প্রদান, আদালত হতে প্রাপ্ত মুক্তি/জামিন আদেশের মুক্তিযোগ্য বন্দীদের তালিকা প্রধান ফটকের সামনে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া, কারাভ্যন্তরে মাদক সেবী বন্দীদেরকে সাধারণ বন্দীদের থেকে আলাদা করে পৃথক আবাসনের মাধ্যমে যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান, কারাগারে আটক নিরক্ষর বন্দীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা, মরণ ব্যাধি HIV/AIDS এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বন্দীদেরকে সজাগ করা, বন্দীদের দরবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বন্দীদের চিত্তবিনোদনের জন্য কারাভ্যন্তরে টিভি, রেডিও, ক্যারাম ও লুডু ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা, বন্দীদের চারিত্রিক সংশোধনের জন্যে মোটিভেশনাল ক্লাশ চালু করা, কারাগারে ক্যান্টিন ব্যবস্থা চালু রাখা, দীর্ঘ মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি বন্দি দ্বারা নবাগত কয়েদিদের নানামূখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নকশি কাঁথা, বেডসিট, বালিশের কভার, শাড়ীতে হাতের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, কাঠের কাজ, বিভিন্ন প্রকার মোড়ার কাজ, পাপোষ, শাড়ী-লুঙ্গী, শার্ট, গামছা ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়কৃত পণ্য থেকে কয়েদিদের লভ্যাংশের ৫০% প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র, জমির প্রকৃতি, জমির পরিমান, নামজারির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সর্বশেষ খাজনা পরিশোধের তারিখসহ স্থাবর সম্পত্তি এবং অস্থাবর সম্পদ রেজিষ্টার ফরমেট অনুযায়ী সংরক্ষণ করা;

(খ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;

(গ) ৫৬৯ ধারায় রেয়াতসহ বিশ বছর সাজাভোগকৃত বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা;

(ঘ) প্রতিদিন জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত হাজতিদের তালিকা হাজতি কক্ষে এবং জেল গেটের বাহিরে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) কারা ক্যান্টিনের দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা ক্যান্টিনের সম্মুখে এবং প্রতিটি কয়েদি/হাজতি কক্ষে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা প্রদর্শন করা;

(চ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক খুলনা জেলা কারাগারের সার্বিক কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০৫। খুলনা জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্টেশনটি ১৯৬৮ সনে নির্মিত। সহকারী পরিচালকের দপ্তর, খুলনার মতে ০১ টি স্টাফ অফিসারের পদ, ০২টি ড্রাইভার, ০১টি ফায়ারম্যান এবং ০১টি বাবুর্চি পদ শূন্য রয়েছে। খুলনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হচ্ছে তবে এল এ কেইস নম্বর, গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর, খতিয়ান নম্বর, এস এ, সি এস, আর এস, বি এস, সিটি জরিপ, জমির প্রকৃতি, জমির পরিমান, নামজারির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সর্বশেষ খাজনা পরিশোধের তারিখ ফরমেট অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়নি। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করা;

(খ) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র ফরমেট অনুযায়ী সংরক্ষণ করা;

(গ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা;

০৬। সাতক্ষীরা জেলা পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, পাসপোর্ট অফিসে মাসিক প্রায় ৪০০০ থেকে ৫০০০ টি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মস্থলে উপস্থিতির হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে দেখা যায় জনাব এস এম মাসুদ ইকবাল, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক অননুমোদিতভাবে ০৬.০৮.২০২০, ১৯.০৮.২০২০ এবং ৩১.০৮.২০২০ তারিখ কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। হেল্প ডেস্ক চালু আছে, সেবার মান ভাল। বর্তমানে জমাকৃত আবেদনপত্রের প্রায় ৭০% অনলাইনে পূরণকৃত। পরিদর্শনের পূর্বের দিন এনরোলমেন্ট হয় ৩০টি। ২৬.০২.২০২০ তারিখ পর্যন্ত এ্যাফিস পেন্ডিং ৬৮টি, ডেমো পেন্ডিং ৩২ ও এসবি পেন্ডিং ৩৪৫টি সর্বমোট ৪৪৫টি পাসপোর্ট পেন্ডিং রয়েছে। ভিসার ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কারণে জরিমানার টাকা সঠিকভাবে আদায় হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে (গত ২৩.০৮.২০২০ হতে ২৭.০৮.২০২০ পর্যন্ত) এনরোলমেন্ট হয় ২৫২টি, ডেলিভারী হয় ৪৬৭টি, রাজস্ব আদায় হয় ৯,৪৯,৩৫০/- টাকা। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) জনসাধারণের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে হেল্প ডেস্কটি চালু রাখা, সেবার মান উন্নয়ন করা এবং যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট পেতে পারে তার সু-ব্যবস্থা করা;

(খ) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের বিবরণ রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা;

(গ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা; যে সকল রেজিষ্টার এখনও প্রস্তুত করা হয়নি সে সকল রেজিষ্টার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফরমেট অনুযায়ী প্রস্তুত ও ব্যবহার করা;

(ঘ) অনুপস্থিত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০৭। সাতক্ষীরা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম, কারাগারসমূহে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনামূলক কার্যক্রম, অন্যান্য স্থানে আয়োজিত মাদক বিরোধী সভা, সেমিনার ও অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক সময়ে পরিচালিত হলেও বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে বন্ধ রয়েছে। অভিযান পরিচালনা, নিয়মিত মামলা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মাদক বিরোধী প্রচার কাজের নিমিত্ত কিয়স্ক বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ০২ টি। করোনার কারণে বিতরণ করা হয়নি। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) সাতক্ষীরা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাময় কেন্দ্রটি নিয়মিত পরিদর্শনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) মাদকাসক্ত গরিব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অধিদপ্তর কর্তৃক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) অস্থাবর সম্পদ রেজিষ্টারসহ যে সকল রেজিষ্টার নেই সে সকল রেজিষ্টার ফরমেট অনুযায়ী দ্রুত প্রস্তুত ও ব্যবহার শুরু করা;

(ঘ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা।

০৮। সাতক্ষীরা জেলা কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জেলা কারাগারটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা ১০২টি, কর্মরত পদ সংখ্যা ৮৯টি, শূন্য পদ সংখ্যা ১৩টি। কারাগারের বন্দি ধারণ ক্ষমতা ৪০০ জন। ২৮.০৮.২০২০ তারিখে সর্বমোট বন্দি ছিল ৪৫১জন। এ কারাগারে ৫৬৯ধারায় রেয়াতসহ বিশ বছর সাজাভোগকৃত ০৭জন কয়েদি রয়েছে। সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের সহকারি সার্জন পদটি শূন্য রয়েছে। সাময়িকভাবে মেডিক্যাল অফিসার চিকিৎসা কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে। অসুস্থ বন্দিদের কারা অভ্যন্তরে চিকিৎসা দেয়া হয়। জটিল রোগীদের মেডিক্যাল অফিসারের পরামর্শে সাতক্ষীরা মেডিক্যাল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সাতক্ষীরা জেলা কারাগারে করোনার কারণে কয়েদি এবং হাজতিদের সুতির মাস্ক, সাবান, হ্যান্ড সেনিটাইজার, লেবুর শরবত এবং রং চা দেয়া হচ্ছে। বন্দিদের তাপমাত্রা মাপার জন্য প্রধান ফটকে থারমাল স্ক্যানার বসানো রয়েছে। গার্ডিং ষ্টাফদের জন্য কারারক্ষী ব্যারাকে একটি এবং নতুন বন্দিদের জন্য একটি আইসোলেশন ওয়ার্ড আছে। দুঃস্থ ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল বন্দিদেরকে লিগ্যাল এইড কমিটির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর কর্তৃক সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের বাহিরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের জন্য ২১,১৯,১৬৬/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। নির্বাহী প্রকোশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরার মাধ্যমে ওয়াকওয়ের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র ও সকলতথ্য সম্পত্তি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা এবং অস্থাবর সম্পদ রেজিষ্টারসহ সকল রেজিষ্টার ফরমেট অনুযায়ী সংরক্ষণ করা;
(খ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;
(গ) সহকারী সার্জনের শূন্য পদটি দ্রুত পূরণ করা;
(ঘ) ৫৬৯ ধারায় রেয়াতসহ বিশ বছর সাজাভোগকৃত বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা তরান্বিত করার লক্ষ্যে কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা;
(ঙ) প্রতিদিন জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত হাজতিদের তালিকা হাজতি কক্ষে এবং জেল গেটের বাহিরে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;
(চ) কারা ক্যান্টিনের দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা ক্যান্টিনের সম্মুখে এবং প্রতিটি কয়েদি/হাজতি কক্ষে প্রদর্শন করা;
(ছ) নির্বাহী প্রকোশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা সাথে যোগাযোগ করতঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের গুনগতমান সম্পর্কে অবহিত করা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে অনুরোধ করা;
(ঝ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের সার্বিক কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০৯। সাতক্ষীরা জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায়, স্টেশনটি ১৯৭৯ সনে নির্মিত। জমির পরিমান ১.৪০ একর। মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা ৩২টি'র বিপরীতে কর্মরত ২৭জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০৫টি। স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম চলমানসহ অগ্নিকান্ড, সড়ক দুর্ঘটনা ও বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজে সার্বক্ষণিক সদাপ্রস্তুত থাকে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় দায়িত্ব পালন করে থাকে। অগ্নি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক প্রচারণা চালানো হয়। এ ছাড়াও নিয়মিত প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনা মহড়া পরিচালিত হয় এবং প্রতি রবিবার রাতে অগ্নি নির্বাপন মহড়া দেয়া হয়ে থাকে। গত তিন মাসের কার্যক্রমে দেখা যায় অগ্নিকান্ডের সংখ্যা ১৪টি, সড়ক দুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দূর্ঘটনা ১৬টি। মহড়া প্রদর্শনসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম করোনার কারণে বন্ধ রয়েছে। এ ফায়ার ষ্টেশনে যানবাহনের সংখ্যা ০৪টি। এ ফায়ার ষ্টেশনে নিয়মিত রেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। সাতক্ষীরা শহরের স্কুল ও কলেজে করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মৌলিক প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সার্বিক মন্তব্য তুলে ধরেন:

(ক) শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করা;
(খ) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা;
(গ) অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;
(ঘ) অতি বৃষ্টিতে অফিস প্রাঙ্গনে যাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য নীচু জায়গাগুলো মাটি ভরাট করা;
(ঙ) ডাইনিং এবং রিফ্রেসমেন্ট কক্ষ তৈরী করা;
(চ) জানালার গ্লাস এবং দরজা জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা।

১০। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের প্রতিবেদনের আলোকে ফলাবর্তক সভায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণকে অনুরোধ জানানো হলো:

(১০.১) দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করা;
(১০.২) জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র ছক আকারে দপ্তরের নাম, এল এ কেইস নম্বর, গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর, খতিয়ান নম্বর, এস এ, সি এস, আর এস, বি এস, সিটি জরিপ, জমির প্রকৃতি, জমির পরিমান, নামজারির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সর্বশেষ খাজনা পরিশোধের তারিখসহ স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা;
(১০.৩) যে সকল রেজিষ্টার এখনও প্রস্তুত করা হয়নি সে সকল রেজিষ্টার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফরমেট অনুযায়ী প্রস্তুত করা এবং অফিসের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেজিষ্টারে প্রত্যয়নসহ ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;
(১০.৪) আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে জনসাধারণের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক চালু রাখা;
(১০.৫) জনসাধারণ যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট পেতে পারে তার সু-ব্যবস্থা করা;
(১০.৬) পাসপোর্ট অফিসে দালালচক্র যাতে সাধারণ সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি করতে না পারে সে দিকে নজর রাখা;
(১০.৭) সাতক্ষীরা পাসপোর্ট অফিসের অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১০.৮) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাময় কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(১০.৯) মাদকাসক্ত গরিব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অধিদপ্তর কর্তৃক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

(১০.১০) প্রতিদিন জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত হাজতিদের তালিকা হাজতি কক্ষে এবং জেল গেটের বাহিরে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

(১০.১১) ৫৬৯ ধারায় রেয়াতসহ বিশ বছর সাজাভোগকৃত বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা;

(১০.১২) কারা ক্যান্টিনের দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা ক্যান্টিনের সম্মুখে এবং কয়েদি/হাজতি কক্ষে প্রদর্শন করা;

(১০.১৩) নির্বাহী প্রকোশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা সাথে যোগাযোগ করতঃ জেলা কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের বাইরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের গুনগতমান সম্পর্কে অবহিত করা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে অনুরোধ করা;

(১০.১৪) সাতক্ষীরা ফায়ার স্টেশনের অফিস প্রাঙ্গনে অতি বৃষ্টিতে যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য নীচু জায়গাগুলো মাটি ভরাট করে উঁচু করা, ডাইনিং, রিফ্রেসমেন্ট কক্ষ তৈরী করা এবং জানালার গ্লাস এবং দরজা জরুরিভিত্তিতে মেরামত করা।

১১। পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫.১০.২০২০
মল্লিক সাঈদ মাহবুব
যুগ্মসচিব
ও
এপিএ টিম প্রধান
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৩২.০০১.১৭- ৭৯

তারিখ : ৩০ আশ্বিন ১৪২৭ / ১৫ অক্টোবর ২০২০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

০১। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
০৩। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
০৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। প্রোগ্রামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো)।

১৫/১০/২০২০
(জাহিদুল ইসলাম)
উপসচিব
ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট।